দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 24 DEC 1994 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 1

12

পরীক্ষার ফল প্রকাশ প্রসঙ্গে

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল গত মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে একযোগে। এই ফল অনেকের মুখে হাসি ফুটিয়েছে, মনে দিয়েছে আনন্দ। যারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদের অনুভূতি ভিন্নতর। এটাই স্বাভাবিক। সকল পরীক্ষার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে এটা। তবে এর বাইরে আরও একটি বিষয় থাকে। সেটি অনিশ্চয়তার উদ্বেগ। যারা পরীক্ষা দেয় তারা পরীক্ষার ফল জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। এই ফল জানার পর তারা তাদের পরবর্তী কাজকর্ম হাতে নেবে— এটাই থাকে তাদের পরিকল্পনা এবং প্রত্যাশা। সে জন্য ফল প্রকাশে দেরি হলে সাধারণত ছাত্ররা দুশ্চিন্তা-উদ্বেগের মধ্যে কাটায়। কি হয়— কি হয় এমন একটা চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখে তাদের মনকে। যার অবসান ঘটে ফল প্রকাশিত হলে। কিন্তু প্রকাশের পর যদি দেখা যায় অনেকের রোল নম্বরের কোন হদিস নেই, তখন সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীর মনের অবস্থা কি হয় তা কিছুটা আন্দাজ করা সম্ভব। শুধু সংশ্লিষ্ট ছাত্র বা ছাত্রীর ব্যাপার নয় এটি।

অভিভাবকরাও কম দুশ্চিন্তায় পড়েন না। ফলে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের গোটা পরিবারেই একটা দুশ্চিন্তা থেকে যায়। এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় ঘটেছে রোল নম্বরের হদিস না থাকার ব্যাপারটি। পরদিন দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এতদসম্পর্কিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এবারের এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্টশীটে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীর রোল নম্বরের কোন হদিস নেই। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকার নামী কলেজের ছাত্রছাত্রীও রয়েছে। রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এসএসসি পরীক্ষায় স্টার পেয়েছে, এমনকি সাড়ে আট শ' থেকে আট শ' পঁচাত্তর নম্বর পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীও কেউ কেউ প্রকাশিত ফলে রোল নম্বর খুঁজে পায়নি। স্বাভাবিকভাবেই এসব ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা থাকছেন চরম উদ্বেগের মধ্যে। পরীক্ষায় সকলেই ভাল করবে এ আশা সাধারণত সবারই থাকে। যারা আগের পরীক্ষায় ভাল করে এসেছে পরবর্তী পরীক্ষায় তারা অবশ্যই ভাল করবে, এটাই আশা করেন অভিভাবকরা। তবে আগের পরীক্ষায় ভাল করলে পরের পরীক্ষায় কারোরই খারাপ হতে পারে না—নিশ্চিত করে এমন কথাও বলা যাবে না। পরীক্ষার ফল পুরোপুরি নির্ভর করে ছাত্র পরীক্ষা কেমন দিয়েছে তার ওপরই। তবে মেধাবী হিসাবে পরিচিত ছাত্রছাত্রীর ব্যাপারে সঙ্গতকারণেই ভাল ফলের প্রত্যাশা করা হয়ে থাকে। তাই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর মেধাবী অনেক ছাত্রছাত্রীর রোল নম্বরের হদিস না পাওয়ার ব্যাপারটা অবাক হওয়ার মতোই। পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, রাজধানীর বিশিষ্ট কয়েকটি কলেজসহ বেশ কয়েকটি কলেজের কয়েক শ' মেধাবী পরীক্ষার্থী তাদের রোল নম্বর খুঁজে পায়নি। পরদিন একই পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, রাজধানীর নামীদামী কলেজগুলোর যে হাজার খানেক ছাত্রছাত্রীর ফল প্রকাশ স্থগিত রয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে খোদ শিক্ষামন্ত্রীর ছেলে এবং ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মেয়ে। পরীক্ষার ফল স্থগিত হওয়ার সঠিক কারণ কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরই তা জানার কথা। আগে ফলের এই ব্যাপারে কম্পিউটারের ব্যবহার ছিল না। ইদানীং এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। কম্পিউটার একটি অতি উন্নত প্রযুক্তি, এতে সন্দেহ নেই। এর অনেক সুবিধা রয়েছে। উন্নত সব দেশেই কাজ কর্মে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পিউটার প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি অন্য সব দেশেও এসে দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে দিন দিন এর প্রয়োগের ক্ষেত্র বাড়ছে। এ ধরনের একটা উন্নত প্রযুক্তি আমাদের দেশেও বিভিন্ন কাজে, বিশেষ করে জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজে ব্যবহৃত হলে তাতে সকল দিক থেকেই সুবিধা। তবে কম্পিউটারে ভুল হয় না একথা কি বলা যায়? কম্পিউটার আধুনিক নিখুঁত একটি যন্ত্র হলেও সেটি পরিচালিত হয় মানুষের দ্বারা। তাই যাঁরা এটাকে চালান কিংবা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের দক্ষতাই কম্পিউটারের মাধ্যমে নিখুঁত কাজ পাওয়ার গ্যারান্টি। ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে কম্পিউটার কেন্দ্রে পাঠানো মার্কশীটে কোন ভুল থাকলেও। সেজন্যই পরীক্ষার ফল প্রকাশের সমগ্র ব্যাপারটি এমন নিখুঁত হওয়া উচিত যাতে কোন প্রকার ভুলের অবকাশই না থাকে। খাতা দেখার পর্যায় থেকে ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত সমগ্র পর্বটিতে যাচাই ও সবকিছু পরীক্ষা-পুনর্পরীক্ষা ব্যবস্থা অধিকতর নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন। কারণ অকৃতকার্য না হয়েও যদি এই সমগ্র পর্বের কোন একটি স্তরে কোনও ভুলের জন্য কোন ছাত্র বা ছাত্রী অকৃতকার্য বলে ঘোষিত হয়, তাহলে সেটা যে কতখানি দুর্ভাগ্যজনক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমগ্র ক্ষেত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য রাখতে হবে। কারণ এর সঙ্গে আমাদের বহু তরুণের অনেক স্বপ্ন জড়িত, জড়িত অনেক অভিভাবকের অনেক দিনের লালিত আশা।

খাতা দেখা, ফল ঘোষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিকায়নের পাশাপাশি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের অপরাপর সমস্যাগুলোর দিকেও অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে নজর দিতে হবে। আমাদের দেশে ভর্তি সমস্যা একটি প্রায় প্রকট সমস্যা হয়ে উঠেছে। অবশ্য সিট থাকলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তির একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু আসন স্বল্পতা থাকলে সেখানে সে সুযোগই থাকে না। এবার যারা এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে ডিগ্রি ক্লাসে ভর্তি হতে পারবে না এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক লাখের কাছাকাছি। দেশের কলেজগুলোতে আসন স্বল্পতার কারণে এরা বঞ্চিত হবে উচ্চশিক্ষা থেকে।

এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ জোরদার করার কথা অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে দেশে আরও কলেজ আরও স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। ভাবতে হবে অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষার আলো আরও ছড়িয়ে দেবার জন্য। শিক্ষার সুযোগ আরও বিস্তৃত করার জন্য। সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রের সকল সমস্যা সমাধানে নিতে হবে অধিকতর উদ্যোগ।